বরাবর
বার্তা সম্পাদক

আপনার জনপ্রিয় গণমাধ্যমে নিম্নোক্ত বিবৃতিটি প্রকাশ/প্রচারের অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদসহ

সুলতানা কামাল

আহ্বায়ক, মানবাধিকার ফোরাম বাংলাদেশ

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩

সর্বজনীন পূনর্বীক্ষন পদ্ধতি (ইউপিআর)- এর চূড়ান্ত অধিবেশনে সরকারের বক্তব্য: মানবাধিকার ফোরাম বাংলাদেশ- এর প্রতিক্রিয়া

সম্প্রতি জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে ২৪ তম নিয়মিত অধিবেশন চলাকালে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সর্বজনীন পূনর্বীক্ষণ পদ্ধতি বা ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ (ইউপিআর)- এর চূড়ান্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে বাংলাদেশের দ্বিতীয় পর্যায়ের ইউপিআর এর চূড়ান্ত অঙ্গীকার বা আউটকাম ডকুমেন্ট গৃহিত হয়। এই অধিবেশনে সরকারের পক্ষ থেকে যে চূড়ান্ত অঙ্গীকার প্রদান করা হয়েছে, তাতে মানবাধিকার ফোরাম বাংলাদেশ অত্যন্ত হতাশা প্রকাশ করছে এবং মনে করছে সরকারের এই ধরণের অবস্থান প্রকৃতপক্ষে এই প্রক্রিয়ার মূল সৌন্দর্য বা কার্যকারীতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।[১]

মানবাধিকার ফোরাম বাংলাদেশ এর মতে, ইউপিআর প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ফলাফল সন্তোষজনক নয়। ফোরামের বক্তব্য হচ্ছে, যে ১৬৪টি সুপারিশ সরকার গ্রহণ করেছে সেগুলো সম্পর্কে সরকারের পক্ষ থেকে কোন ধরণের অঙ্গীকার বা সুনির্দিষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়নি। জাতীয় পর্যায়ে এসব সুপারিশ বাস্তবায়নের কোন পরিকল্পনা সরকার তুলে ধরেনি, কেবল গতানুগতিকভাবে নিজেদের অবস্থান জানিয়েছে। ঠিক তেমনি বিবেচনাধীন ২৫টি সুপারিশ সম্পর্কে সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও হতাশাজনক এবং এগুলো সম্পর্কে সরকারের অবস্থান অত্যন্ত অস্পষ্ট। অধিকাংশ সুপারিশের বিপরীতে বক্তব্য হচ্ছে - সরকার সুপারিশসমূহ আংশিকভাবে গ্রহণ করছে এবং যতটুকু বিদ্যমান সাংবিধানিক ও আইনী বিধানসমূহের সাথে সামঞ্জস্য ততখানি গ্রহণ করছে। সরকারের এ ধরণের অবস্থান কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা মানবাধিকার সংগঠনসমূহ দীর্ঘদিন ধরে এসব ইস্যুতে কাজ করে আসছে এবং সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় আইনগত পরিবর্তন কিংবা নতুন আইন বা নীতি গ্রহণের জন্য দাবি জানিয়ে আসছে। বিদ্যমান আইনে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে মানবাধিকার সংক্রান্ত কোন ইস্যু কিংবা মানবাধিকার রক্ষার জন্য প্রদত্ত সুপারিশ বাতিল করে দেয়া মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে না। ফোরাম বিশ্বাস করে, মানবাধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজনে জাতীয় নীতি ও প্রচলিত আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন বা নতুন নীতি ও আইন প্রণয়ন অধিক যুক্তিসংগত এবং সর্বজনগ্রাহ্য।

বিভিন্ন চুক্তি বা অতিরিক্ত প্রটোকল স্বাক্ষর না করার পেছনে সরকারের বক্তব্য হচ্ছে ঐসব চুক্তি বা প্রটোকলের বাধ্যবাধকতা পূরণে সরকারের সামর্থ্য পূর্ব থেকে পর্যালোচনা করে সরকার নতুন কোন চুক্তিতে অর্ন্তভূক্ত হতে চাইছে না।

---

[১] এই বছরের ২৯ এপ্রিল জেনেভায় মানবাধিকার কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত ইউপিআর এর ওয়ার্কিং গ্রুপ অধিবেশনে পরিষদের বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রসমূহ বাংলাদেশ সরকারকে ১৯৬টি সুপারিশ প্রদান করে যার মধ্যে ১৬৪টি সুপারিশ বাংলাদেশ তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করে, প্রচলিত ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ পরিপন্থী অভিযোগে ৭টি সুপারিশ বাতিল করে দেয় এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় স্পর্শকাতর মনে হওয়ায় ২৫টি সুপারিশ বিবেচনার জন্য চূড়ান্ত অধিবেশন পর্যন্ত সময় নেয়। ২০ সেপ্টেম্বরের চূড়ান্ত অধিবেশনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জেনেভায় বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি আবদুল হান্নান গৃহীত ১৬৪টি সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের গত ছয়মাসের পদক্ষেপসমূহ এবং বিবেচনাধীন ২৫টি সুপারিশ সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত তুলে ধরেন। এসময় বেশ কয়েকটি দেশ এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ পায়। মানবাধিকার সংগঠনসমূহের বক্তব্যে মানবাধিকার কর্মীদের সুরক্ষা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সাম্প্রতিক তথ্যপ্রযুক্তি আইনের সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে তাদের উদ্বেগ ফুটে উঠেছে।

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK), 7/17, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: 8126047, 8126134, 8126137, Fax: 8126045
Email: ask@citechco.net web: www.askbd.org

Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mohila Parishad (BMP), Boys of Bangladesh (BOB), FAIR, Karmojibi Nari (KN), Kapaeeng Foundation, Manusher Jonno Foundation (MJF), National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nagorik Uddyog, Naripokkho, Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB)

For more information please contact Tamanna Hoq Riti, thriti87@gmail.com

আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের অধিকার সংক্রান্ত সুপারিশসমূহের বিপরীতেও সরকারের বক্তব্য দু:খজনক ও অগ্রহণযোগ্য।[২] সরকার ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আইএলও'র আদিবাসী ও ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠী বিষয়ক কনভেনশন নং ১৬৯ অনুসমর্থনের সদিচ্ছা ব্যক্ত করলেও মানবাধিকার কাউন্সিলের ২৪তম অধিবেশনে তা অনুসমর্থন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে যা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক ও সরকারের দ্বিমুখী নীতিরই বহিপ্রকাশ বলে ফোরাম মনে করে। মানবাধিকার সংগঠন ও নাগরিক সমাজ শুরু থেকেই সংবিধানে আদিবাসীদের স্বীকৃতি প্রদানের দাবি জানিয়ে আসছে। অন্যদিকে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইনে সরকার কেবল ২৭টি ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করেছে যেখানে আদিবাসী নেতারা বলছে এর সংখ্যা ৫৪টির অধিক। ফোরাম মনে করে, সরকারের এই অনড় অবস্থান দেশে বসবাসরত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন।

গুম বা বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড বন্ধসংক্রান্ত সুপারিশের প্রতিক্রিয়ায় সরকারের অবস্থানের[৩] বিপরীতে ফোরামের বক্তব্য হচ্ছে, আইনে অনুমোদিত না হলেও গুম বা বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড ঘটেই চলেছে এবং তা প্রতিহত করতে সরকারের কোন পদক্ষেপ দৃশ্যমান নয়। সরকার যদিও বিভিন্ন সময়ে দাবী করেছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত করে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, তথাপি এই বিচারপ্রক্রিয়া স্বচ্ছ নয়।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সভা-সমিতির অধিকার সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ সরকার গ্রহণ করলেও দেখা যাচ্ছে সরকারের বাস্তবিক অবস্থান ও কর্মকান্ড তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ব্লগারদের বিরুদ্ধে চার্জশীট গ্রহণ, মানবাধিকার কর্মীদের হয়রানি, সংশোধিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন মন্ত্রীসভায় পাশ হওয়া আমাদের উদ্বিগ্ন করে তুলছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপে এই আইনের অপব্যবহার হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া আইনে পুলিশকে ওয়ারেন্ট ছাড়াই গ্রেফতার করার সুযোগ দেয়া হয়েছে, কিছু কিছু অভিযোগ জামিন অযোগ্য করা হয়েছে এবং নূন্যতম শাস্তি ৭ বছর করা হয়েছে।

ইউপিআর প্রক্রিয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত সরকার ও নাগরিক সমাজের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ এবং আলোচনা। কিন্তু মানবাধিকার কাউন্সিলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রেরণের পূর্বে সরকার এই ব্যাপারে মানবাধিকার সংগঠন, নাগরিক সমাজ, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কিংবা জাতীয় সংসদে কোন ধরণের আলোচনা-পর্যালোচনার উদ্যোগ নেয়নি। ফোরাম এই সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে করণীয় নির্ধারণ করতে একটি জাতীয় সেমিনার আয়োজন করে যেখানে বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের আলোচনার ভিত্তিতে ইউপিআর প্রক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বেশকিছু সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা চিহ্নিত করা হয়। ফোরামের পক্ষ থেকে এই সেমিনারের ফলাফল হিসেবে সেসব কর্মপরিকল্পনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয় এই প্রত্যাশায় যে সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে সেসবের প্রতিফলন ঘটবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে সেসবের তেমন কোন প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।

এছাড়াও ইউপিআর প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে ফোরামের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মানবাধিকার ইস্যুতে সরকারকে যেসব মতামত, পরামর্শ দেয়া হয়েছিল এবং যেসব দাবী জানানো হয়েছিল–সেগুলোর চূড়ান্ত অঙ্গীকারে প্রতিফলিত হয়নি। প্রায় সবক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে সরকার তার পূর্ববর্তী অবস্থানেই অটল রয়েছে। সরকার ফোরাম ও নাগরিক সমাজের উদ্বেগসমূহ সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে এবং সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। সরকারের এই অবস্থান প্রকৃতপক্ষে আলোচনার মূল উদ্দেশ্য এবং উদ্দীপনাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

ফোরাম আশা করে যে, সরকার যেসব সুপারিশসমূহ গ্রহণ করেছে সেগুলোকে কেবল কাগজে সীমাবদ্ধ না রেখে জাতীয় পর্যায়ে সেগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখপূর্বক দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবভিত্তিক ও সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনাসমেত একটি রোডম্যাপ গ্রহণ করবে। আর সার্বিকভাবে এই কর্মপরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা তদারক করতে সরকারের পক্ষ থেকে একটি শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করার দাবী জানাচ্ছে ফোরাম। এই পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া - উভয় ক্ষেত্রেই মানবাধিকার সংগঠন ও নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার আহ্বান জানাচ্ছে মানবাধিকার ফোরাম বাংলাদেশ।

---

[২] আদিবাসীদের স্বীকৃতি, আইএলও কনভেনশন ১৬৯ স্বাক্ষর এবং আদিবাসী নারী ও শিশুদের সকল ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে বিশেষ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সংক্রান্ত সুপারিশের ক্ষেত্রে সরকারের যুক্তি হচ্ছে, ইতিমধ্যে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে উপজাতি ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহের স্বতন্ত্র স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে রাষ্ট্রকে। পাশাপাশি এই লক্ষ্যে সংসদ ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানায় । সরকার তার সিদ্ধান্তে আরও উল্লেখ করেছে যে, সংবিধান অনুযায়ী দেশে কোন 'আদিবাসী জনগোষ্ঠী' নেই, সকল বাংলাদেশীরাই এই অঞ্চলের আদিবাসী।

[৩] গুম বা বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের অভিযোগ তদন্তে নিরপেক্ষ স্বাধীন কমিশন গঠনসহ এ সংক্রান্ত সুপারিশসমূহের ক্ষেত্রে সরকারের দাবী– গুম বা বিচার-বহির্ভূত হত্যাকান্ড বাংলাদেশের আইনে অনুমোদিত নয়। তবে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক যে কোন ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন কিংবা হত্যা অবশ্যই আইনের আওতায় বিচার্য হবে এবং সেক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনগুলোই যথেষ্ট বলে মনে করছে সরকার।

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK), 7/17, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: 8126047, 8126134, 8126137, Fax: 8126045
Email: ask@citechco.net web: www.askbd.org

Forum Members:

Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mohila Parishad (BMP), Boys of Bangladesh (BOB), FAIR, Karmojibi Nari (KN), Kapaeeng Foundation, Manusher Jonno Foundation (MJF), National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nagorik Uddyog, Naripokkho, Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB)

For more information please contact Tamanna Hoq Riti, thriti87@gmail.com